Kolkata International Film Festival
(Accredited by FIAPF)
8-15 January 2021

ফেস্টিভ্যাল ডায়েরি

বর্ষ ২৬ । সংখ্যা ৫।। ১২ জানুয়ারি ২০২১

ভালো গান অনুভব করতে হয় ...

২৬ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব প্রাঙ্গণে আজ সিনে আড্ডার বিষয়টি ছিল একইসঙ্গে খুব আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। 'গান শোনা না গান দেখা'। বাংলা চলচ্চিত্র ও সংগীত জগতের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন এই আড্ডায়। আড্ডাটিকে এক সুতোয় গাঁথলেন চলচ্চিত্র পরিচালক অরিন্দম শীল। আড্ডার শুরুতেই প্লেব্যাক সিংগিং প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গায়িকা লোপামুদ্রা মিত্র বলেন , আমি সবসময় সিনেমায় চরিত্র সম্বন্ধে স্টাডি করে তারপরে গান গাই। তবে প্লেব্যাকের ক্ষেত্রে আমার একটা অসুবিধা হয়, আমার গলাটা এতো বেশী রকমের 'আমার', যে অন্য কোনো নায়িকার লিপে মানায় না বলে আমার মনে হয় অনেক ক্ষেত্রেই। এই কারণে আমি অনেক কাজ ফিরিয়েও দিয়েছি। দর্শক এবং সঞ্চালকের অনুরোধে 'হেমলক সোসাইটি' সিনেমা থেকে তার গাওয়া গানটি লোপামুদ্রা কিছুটা গেয়ে শোনান। এই গানটির প্রসঙ্গ এনে রূপঙ্কর বলেন , 'হেমলক সোসাইটি' সিনেমার অ্যালবামে এই গানটা আমি লোপা দি'র সঙ্গে ডুয়েট গেয়েছি। লোপা দি'র স্কেলে আমায় গানটা গাইতে হয়েছিল, সেইটা আমাকে একটু বেশী অভ্যাস করতে হয়েছিল। এরপর গায়িকা লগ্নজিতা চক্রবর্তী 'চতুষ্কোণ' সিনেমায় তার গাওয়া 'বসন্ত এসে গেছে' গানটি সম্পর্কে কিছু কথা বলেন। এই গানের মধ্যে দিয়েই লগ্নজিতা তাঁর স্বতন্ত্র গায়কী দর্শকের সামনে প্রথম নিয়ে আসেন। এই গানটিও লগ্নজিতা দর্শকদের অনুরোধে শোনান। আজকের আড্ডার বিষয়ের নীরিখে গায়ক সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন, ছবিতে গাওয়া গানের ক্ষেত্রে ছবির পরিচালক গানটির একটা ভিসুয়াল দেখতে পান সেটা আমাকে বুঝিয়ে দেন আমি সেই অনুযায়ী গান গাই বা সংগীত পরিচালনা করি, কিন্তু আমার নিজের গানের অ্যালবমের ক্ষেত্রে আমি গানের ভিসুয়ালটা দেখতে পাই নিজের কল্পনার মধ্যে এবং সেই মতো সৃষ্টি করি। বাকিদের মতো সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও, 'প্রাক্তন' সিনেমায় তাঁর গাওয়া গানটি শোনান। এরপর সংগীত পরিচালক বিক্রম ঘোষ বলেন , ছোটবেলা থেকেই গল্প এবং মিউজিক এই দুটোকে জড়িয়ে একসঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে। পরবর্তীতে সিনেমার মিউজিক করতে এসে সেই সাধ পূরণ হল। এই আড্ডার সঞ্চালক, চিত্রপরিচালক অরিন্দম শীলের সবকটি ছবিরই সংগীত পরিচালনা করেছেন বিক্রম ঘোষ। সেই কাজগুলি করতে গিয়ে ঘটা কিছু মজার ঘটনার গল্প শোনালেন বিক্রম ঘোষ। এখনকার দর্শক শুধু গান শোনে না গান দেখেও , এইসময়ের লেটেস্ট ট্রেন্ড 'মিউজিক ভিডিও' বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন। এরপর একটি আশ্চর্য বিষয় ঘটল। সোমলতা দর্শকদের আজ তার নিজের গানের বদলে শোনালেন ঠুংরি, 'ইয়াদ পিয়া কি আয়ে'। একতারা মুক্তমঞ্চের সামনে উপস্থিত প্রতিটি দর্শক মন্ত্রমুগ্ধের মতো সোমলতার এই পরিবেশনা গ্রহণ করলেন। সমগ্র পরিস্থিতি দেখে সঞ্চালক অরিন্দম শীল বললেন , ভালো গান বুঝতে হয় না, জানতে হয় না, শুধুই অনুভব করতে হয়। গায়ক স্বপন বসুও এই মত সমর্থন করে বলেন , গানের মধ্যে দিয়েই পারফর্মারকে পাওয়া যায়। ভীমসেন যোশীর গান যখন আমরা শুনি তার মধ্যে দিয়েই ঈশ্বরকে দর্শন করি। 'বং কানেকশন' ছবির 'সুজন মাঝি রে ...' গানটি গেয়ে শোনান স্বপন বসু। আড্ডার একদম শেষে সুরজিৎ বলেন , 'বারান্দায় রোদ্দুর' যদি ভিডিও অ্যালবম হত তাহলে 'তোমার' এই শব্দটির মানে এবং গানের পরিধি ছোট হয়ে যেত। শ্রোতা গান শুনে নিজের মনেই একটি ছবি বা ভিসুয়াল বানিয়ে নেন। **মাল্যবান আস**

পৃথিবীর গভীর ... গভীরতর অসুখ

সাহিত্যের মানুষ শ্রীকৃষ্ণণ কে পি এই আকালে, একাকীত্বের মতো একটি বিষয়কে তাঁর ছবির মধ্যে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর ছবি 'বিটুইন ওয়ান শোর অ্যান্ড সেভারেল আদার্স' আসলে সমুদ্র সৈকতে বসবাসকারী জেলে উপজাতির এক মানুষের গল্প। ছবির মূল চরিত্র সলমন সমুদ্র থেকে পাওয়া এক মেয়ে বন্ধুকে স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্ত করতে গেলে তার ভীষণ অসুবিধা হয়। ঠিক যেন সে একাকী এক উদ্বাস্তু। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক শ্রীকৃষ্ণণ কে পি বললেন, এই দুঃসময়ে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে আমরা সবাই তো উদ্বাস্তু। অনেকের মধ্যে থেকেও আমরা সবাই সমুদ্রের মতো একা। পরিচালক জানান, বাংলার সঙ্গে তার এক নিবিড় সম্পর্ক। ছবির চিত্রগ্রহণ করেছেন কলকাতার শাক্যদেব চৌধুরী ও চিত্রসম্পাদক রুমজুম ব্যানার্জী। অভিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি মূলত থিয়েটারের মানুষদের নিয়েছেন। দুই মূল চরিত্রে (পূর্ণিমা ও কানন) তিনি এন.এস.ডি.র সদস্যদের নিয়েছেন। পৃথিবীর এই গভীরতর অসুখের সময় একাকীত্ব একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই শিল্পানুরাগী কৃষ্ণণ তার সৃষ্টির মাধ্যমে বারবার বলতে চান , 'দ্য গ্লোব নিডস্ প্রেয়ার'।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অপু আছে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপু' উপন্যাসের শেষ পর্বকেই এতদিনে পর্দায় তুলে ধরেছেন পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র। নাম 'অভিযাত্রিক'। সোমবার সাংবাদিকদের সামনে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক ও তাঁর ছবির পুরো টিম-অর্জুন চক্রবর্তী, দিতিপ্রিয়া রায়, সঙ্গীত পরিচালক বিক্রম ঘোষ, প্রযোজক গৌরাঙ্গ জালান, ছবির নেপথ্য গায়ক গায়িকা সাহেব চট্টোপাধ্যায় ও উজ্জয়িনী। 'কিফ' এই ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হল ছবিটির। উচ্ছ্বসিত সকলেই। পরিচালক শুভ্রজিৎ জানালেন ছবিটি করতে ডিটেলিং এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পুরোনো সময়কে ধরার জন্য সাদা কালো রংটাই বেছে নিয়েছেন তিনি। সঙ্গীত এই ছবির একটি চরিত্র। সেতার, সরোদ, বাঁশির মতো বাদ্যযন্ত্র দিয়েই গড়ে তলা হয়েছে সুরের ব্যাপ্তি-বললেন সঙ্গীত পরিচালক বিক্রম ঘোষ। 'অপু' অর্জুন চক্রবর্তীর কাছে এই ছবিটি এক নতুন অভিযান। এই ছবিতে অপুর স্ত্রী অপর্ণার ভূ মিকায় দিতিপ্রিয়া রায়, তিনিও উচ্ছ্বসিত। উজ্জয়িনী গানের পাশাপাশি অভিনয়ও করেছেন। সাহেব চট্টোপাধ্যায়ের কথায় আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটি অপু আছে। **দোলা চৌধুরী**

গঙ্গাসাগর মেলায় পরিবেশ সচেতনতা ...

গঙ্গাসাগর মেলাকে প্লাস্টিক মুক্ত করার উদ্যোগ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে খুব ভালো কাজ করছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জেলা প্রশাসন। আজকে ১১ জানুয়ারি মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন 'ইকো ফ্রেন্ডলি গঙ্গাসাগর মেলা' তথ্যচিত্রের নির্মাতা শীলা দত্ত। গতবছর থেকেই তিনি দেখেছেন মেলায় উন্মুক্ত শৌচ অনেকটা রোধ করা গেছে। আম্ফান ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির পর পরিস্থিতি ক্ষতিয়ে দেখতে ক্যামেরা নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন পরিচালক। সবুজায়নের ফলে বেণুবন অঞ্চল কিছুটা হলেও রক্ষা পেয়েছে। তিনি কাকদ্বীপ থেকে চেমাগুড়ি হয়ে সাগরে পৌঁছেছেন আবার নামখানা দিয়ে লকগেট ঘুরেও সাগরের পথ নিয়েছেন। বিস্তীর্ণ অঞ্চল ক্ষতিয়ে দেখে শুটিং করেছেন। মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আবার সুস্থ হয়ে কাজ শুরু করেছেন।

শীলা দত্তের বক্তব্য তাঁর ছবি নির্মাণে প্রাসঙ্গিকতা বুঝে এগিয়ে এসেছেন বাংলার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শীলা দত্তের ছবিতে বক্তব্যও রেখেছেন তিনি।

সুদেব সিংহ

প্রথমে অভিনেতা পরে কৌতুকাভিনেতা

বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর প্রিয় ছাত্র সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলের প্রিয় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন তার কৌতুকনকশা মাস্টারমশাইরা খুবই উপভোগ ও তারিফ করতেন। একদিন প্রফেসর সত্যেন বসু বলেন ভানুকে কবিতা বলার সাথে সাথে তো কৌতুকনকশা করতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল সুপারও ছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন বসু, আর ভানুকে খুবই স্নেহ করতেন। তাই তিনি ছিলেন তার সত্যেন দা। ছোটবেলা থেকেই কবিতা বলা নাটক করায় বড়ই আগ্রহ ছিল। হবেনাই বা কেন মাতুলালয় এর দিক থেকে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রভাব ছিল। বাবা জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় এসে শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে পড়াতেন, সেই অনুষঙ্গের ও আগ্রহ বাড়িয়েছে তাঁর অভিনয়। প্রথম অভিনয় অবশ্য আট বছর বয়সে।

তারপর ঢাকা রেডিওতে নিয়মিত অনুষ্ঠান। ঢাকার কুট্টিদের খুবই নজর করতেন ছোটবেলা থেকেই ভানু। পরবর্তীতে সেটা নিপুণভাবে কাজে লাগান অভিনয়ে। বাঙাল ভাষা কে যে, এত সুন্দর ভাবে কৌতুকনকশা কাজে লাগানো যায় তিনি তার নজির। খুবই সাধারণ সংলাপ তাঁর অভিনয় ও সময় ব্যবহারিক প্রয়োগে অসাধারণ হয়ে উঠতো। কৌতুক অভিনয়ে সময় জ্ঞানটা অনন্য

মাত্রা যোগায়, সেটায় ভানু বন্দোপাধ্যায় ছিলেন মহারাজ। ১৯২০ সালের ২৬ আগস্ট জন্ম ঢাকা বিক্রমপুরের মুন্সিগঞ্জে।

পড়াশোনা সাংস্কৃতিক চর্চা আবার বৈপ্লবিক কারুকৃৎ কমতি ছিল না। দীনেশ গুপ্তর খুব সঙ্গী ছিলেন। কখনো টিফিন বক্স করে রিভলভার বা নিষিদ্ধ কাগজ পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পড়তো ভানুর ওপরেই। অনুশীলন সমিতির ছিলেন একনিষ্ঠ কর্মী। ১৯৪১ সালে গ্রেফতারি ওয়ারেন্ট বেরোনোর দরুন কলকাতা চলে আসতে হয়। আয়রন এন্ড ষ্টীল কোম্পানিতে চাকরি করেন। পরে অবশ্য অভিনয়কে সময় দেওয়ার জন্যই চাকরি ছেড়ে দেন। স্ত্রী নীলিমা দেবী। দুই ছেলে গৌতম ও পিনাকী। আর এক মেয়ে বাসবী। সবাইকে নিয়ে এক সাধারণ জীবন কাটিয়েছেন। মিশুকে আমুদে, সকলকে নিয়ে চলা ও সাধারণের জন্য ভাবা, এমনই ছিলেন তিনি ছেলে মেয়েদের চোখে।

অভিনয় এর প্রথম জীবনে স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করতেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রকার চরিত্রে দর্শকের ও সিনেমা প্রেমীদের মন কেড়েছে, 'পাশের বাড়ি' হিট করার পর। 'সাড়ে চুয়াত্তর' সেই বিখ্যাত সংলাপ 'মাসিমা মালপো খামু' এক একটি মাইলস্টোন। একাধারে নাট্যনির্দেশক। করেছিলেন যাত্রা 'সুশীল নাট্য কোম্পানি'। থিয়েটার নাটক কবিতা সিনেমা কোনটা নয়! আবার শিল্পীদের নিয়ে সংগঠন। সবেতেই ছিলেন সূর্যের মতো উজ্জ্বল।

পাপিয়া চৌধুরী

এখনও জীবন্ত ভানু

বাবার শতবর্ষ নতুন কোন অনুভূতি হচ্ছেনা। কারণ বাবার জন্মদিন আমরা প্রতি বছরই পালন করি। বাবা খুব পছন্দ করতেন জন্মদিন পালন করতে। এবারে অনেক পরিকল্পনা ছিল, হল না, আশা করছি আগামী বছর পারব। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কৌতুকাভিনেতা, নায়ক, চরিত্রাভিনেতা যাইহোক না কেন তিনি একজন অভিনেতা, দর্শকই তার বিচার করছেন, এ প্রজন্মও তাঁর বিষয়ে উৎসাহ দেখাচ্ছে এটাই প্রমাণ করে দেয় তিনি কত বড় অভিনেতা ছিলেন এবং লোকের মনে এখনও জীবন্ত হয়ে আছেন। তিনি অন্য ধরণের চরিত্রে অভিনয় করতে চাইতেন এবং ভালোবাসতেন, কিন্তু কৌতুকাভিনেতার ছাপ পড়ে গিয়েছিল, ভেঙে বেরোতে পারতেন না। দর্শক সেটাই পছন্দ করত। তপন সিন্‌হার ছবি গল্প হলেও সত্যি, হাটেবাজারে এছাড়াও আশিতে আসিও না, অমৃতকুম্ভের সন্ধানে ছবিগুলোতে একদমই ভিন্ন ধরনের অভিনয় করে দেখিয়েছেন। এই চরিত্রগুলি করে উনি অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর অভিমত ছিল একজন অভিনেতা সবরকমের অভিনয় করতে সক্ষম হবেন। আর আমরা জানতাম সেটা বাবা পারবেনই। কারণ কলেজ জীবনে তিনি 'চাণক্য'র চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাঁর অভিনয় দক্ষতা এতটাই ছিল। তপন সিন্‌হা বলতেন ভানুবাবু একজন 'সম্পূর্ণ' অভিনেতা, এইরকম অভিনেতা খুব কম হয়। বাবার অভিনয় দক্ষতার ওপর খুব বিশ্বাস ছিল বলেই তাঁর ছবিতে অভিনয়ের জন্য বাবার কথা ভাবতেন। **বাসবী বন্দ্যোপাধ্যায়**

আজ যুব দিবস

স্বামী বিবেকানন্দর ১৫৮তম জন্মদিনটিকে সারা রাজ্যে 'যুব দিবস' হিসেবে পালন করা হচ্ছে। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবও পিছিয়ে থাকছেনা। আজ বিকেল তিনটেয় উৎসবের তিনটি হলেই চালানো হবে বিবেকানন্দকে নিয়ে তোলা তিনটি ছবি। নন্দন তিন-এ বিশ্বরূপ বিশ্বাসের 'বিলের ডায়েরি', চলচ্চিত্র শতবার্ষিকী ভবনে মধু বসুর 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' কলকাতা ইনফরমেশন সেক্টরে দুটি ছবি নিত্যানন্দ দত্তর তথ্যচিত্র 'ইউ আর দ্য ক্রিয়েটর অফ ইওর ওন ডেস্টিনি' এবং নির্মল দের কাহিনী চিত্র 'স্বামী বিবেকানন্দ'।

আজ কী দেখবেন

মিস মার্কস (ইতালি) — **পরিচালক ঃ মারিও মাজারেত্তো**

বিশ্বখ্যাত দার্শনিক ও রাজনৈতিক প্রবক্তা কার্ল মার্কসের ছোট মেয়ে এলিনর। এমনিতে গাঁজা সেবক, পাংক মুভমেন্টের শরিক হয়েও নারীবাদ ও সমাজবাদী ভাবনা থেকে এতটুকু সরে আসেননি। শ্রমিকদের সংগ্রাম ও নারী অধিকার আন্দোলনে এলিনরের ভূমিকা স্মরণীয় ১৯৮৩তে এডওয়ার্ড অ্যভলিয়েংর সঙ্গে পরিচয় ও প্রেমের পর এক ট্র্যাজিক ঘটনায় জীবনাবসান সত্যিই মর্মস্পর্শী।

হাউস অফ অরেঞ্জ ট্রিজ — **পরিচালক ঃ ডঃ বিজুকুমার দামোদরণ**

স্যামুয়েল তার জীবনের প্রৌঢ়ত্বে এসে খুঁজে বেড়ায় নিজের আসল সত্ত্বাকে। তার জীবন আটকে আছে শহরের চার দেওয়ালের একটি অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে, যা কিনা ভীষণভাবে নিয়ন্ত্রিত তার আমেরিকা প্রবাসী ছেলের দ্বারা। জীবনের সেরা সময়টা কিন্তু খুব আনন্দেই কাটিয়েছে সে, তাই এখনকার এই বদ্ধ জীবন মেনে নিতে পারে না। কমলালেবুর গাছে ঘেরা সেই যে ঘরটি সেখানেই সে খুঁজে পেতে চায় মুক্তির আকাশ।

দ্য প্রিসাম্পশান অফ গিল্ট (রাশিয়া) — **পরিচালক ঃ ওলেগ আসাদুলিন**

পৃথিবীতে এমন কোনো আদালত আছে কি, যেখানে সম্পূর্ণ 'নিরপেক্ষ' বিচার পাওয়া সম্ভব? নতুন একটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-পরিচালিত প্রোগ্র্যামের এমনটাই দাবি, হ্যাঁ পাওয়া যায়। কয়েকজন পড়ুয়া ও একজন স্কুল প্রশাসককে নিয়ে গঠিত একটা দল এই প্রকল্পের কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে এগিয়ে এসেছে। তারা কয়েকটা নকল ট্রায়ালের আয়োজন করে। কিন্তু প্রক্রিয়াটি এগোতেই দেখা যায় প্রত্যেকের ভেতরে জমে থাকা নানা সুপ্ত গোপন ভাবনা উন্মোচিত হচ্ছে।

গোয়িং ব্লাইন্ড (তুরস্ক) — **পরিচালক ঃ উইল লরিমার**

ওমর লতিফ দৃষ্টি হারিয়েছেন ২৫ বছর হয়ে গেল। বিচিত্র জীবনের নানা বাঁকে যেসব মুহূর্ত অপেক্ষা করে আছে সেগুলির সান্নিধ্যে আসতে চায় লতিফ! গাইডের সাহায্য নিয়ে প্রায় ১০০টি দেশ ভ্রমণ শেষ হয়েছে। লতিফ এখন তুরস্কে। তাঁর সঙ্গিনী সারা পাসকো নাম্নী এক স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান। তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠে সুন্দর বন্ধুত্ব। একজন দৃষ্টিহীন এবং অন্যজন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। এই দু'জনের ভ্রমণবৃত্তান্তের নানা কথা উঠে এসেছে এই ট্র্যাভেলগ-এ।

দ্য ওয়ে টু প্যারাডাইস (নেদারল্যান্ড) — **পরিচালক ওয়াহিদ সানুজি**

তরুণ নাজিব মেধাবী পড়ুয়া। মরোক্কোয় বসবাসকারী নাজিবের জন্মস্থান, নেদারল্যান্ড। সদ্য আইনবিদ্যায় স্নাতকোত্তর হয়ে সে আরও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায়। তার বড় ভাই বেআইনি কাজ করে গ্রেপ্তার হয়। রাতারাতি পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব নাজিবের ওপর এসে পড়ে। পরিস্থিতির চাপে পড়াশোনাও ছাড়তে হয়। অর্থাভাবে জর্জরিত নাজিবের সঙ্গে জঙ্গি ইব্রাহিমের দেখা হয়। নিজের উদ্দেশ্যসাধনে নাজিবকে ব্যবহার করে ও উগ্রপন্থার দিকে এগিয়ে দেয়।

আজকের আড্ডা

বিষয় ঃ সিনেমায় নাটকের প্রভাব

স্থান ঃ একতারা মঞ্চ • সময় ঃ বিকেল ৫টা

সঞ্চালক ঃ চৈতি ঘোষাল

ঃ অংশ নেবেন ঃ

দেবশংকর হালদার, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, রজতাভ দত্ত, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, সব্যসাচী চক্রবর্তী ও খেয়ালী দস্তিদার

আজকের সাংবাদিক আসর

স্থান ঃ নন্দন ৪

বেলা ২টা

পরিচালক ঋদ্ধি সেন - কোল্ড ফায়ার (শর্ট ফিল্ম)

বিকাল ৩টা

পরিচালক সুরজিৎ নাগ - মিছিল (বাংলা প্যানোরামা)

বিকাল ৪টা

পরিচালক দেবাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

৮ টা ৮-এর বঁনগা লোকাল

(স্পেশাল ট্রিবিউট - তাপস পাল)

বুলেটিন টিম ঃ সুদেব সিংহ, মাল্যবান আস, পাপিয়া চৌধুরী, দোলা চৌধুরী **বিন্যাস ঃ** সুবীর হাইত **সম্পাদক ঃ** নির্মল ধর

প্রকাশক ঃ অধিকর্তা, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব দ্বারা প্রকাশিত এবং শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ থেকে মুদ্রিত।